ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৪৯ ● কলকাতা ● ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ০৩ জুন ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারকে ঘিরে কুৎসা বিজেপির

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলেবেলার ছবিকে হাতিয়ার করে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে লাগাতার কুৎসার পালটা দিলেন কুণাল ঘোষ। ছবির প্রত্যেকের পরিচয় স্পষ্ট করে সোসাল মিডিয়ায় তাঁর সাফ দাবি, বিজেপি এবং বিরোধীদের একাংশ এই কুৎসার 'স্পনসর'। শীঘ্রই এই কুরুচিকর প্রচার বন্ধের দাবিও জানিয়েছেন কুণাল।বিশেষ একটি বইয়ের উপর ভিত্তি করে কুৎসা করা হচ্ছে বলেও দাবি কুণালের। কিন্তু বইয়ের লেখকের ব্যক্তিগত 'কীর্তি'ও ফাঁস করেছেন তিনি। তৃণমূল নেতার দাবি, 'যাঁর লেখা একটি বইকে ব্যবহার করে এত অপপ্রচার, জেনে রাখুন, সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধেই বধূনির্যাতনের অভিযোগ ছিল। অভিযোগ করেছিলেন তাঁর পুত্রবধূ অভিনেত্রী শম্পা ঘোষ, যিনি শত্রুঘ্ন সিনহার 'অন্তর্জলী যাত্রা' ছবির নায়িকা। এই অভিযোগ এবং আরও কিছু অভিযোগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই ব্যক্তিকে দল থেকে বহিষ্কার করেন।' ওই লেখক তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ মুছে ফেলতে তৎকালীন শাসকদল সিপিএমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছিলেন। 'সিপিএমের গুডবুকে' থাকতেই মমতা

এরপর ৩ পাতায়

'স্বামী আমার কাছে রাম..,' মোদি প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন স্ত্রী যশোদাবেন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বিধানসভা নির্বাচনের প্রথমবার বঙ্গে মোদি। আলিপুরদুয়ারের জনসভা থেকে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের কথা গর্বের সাথে সকলকে শুনিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নিজের বক্তব্যের অনেকটা অংশজুড়ে অপারেশন সিঁদুরকে রাখেন মোদি। সেই নিয়েই সরব হয় বিরোধীরা।

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

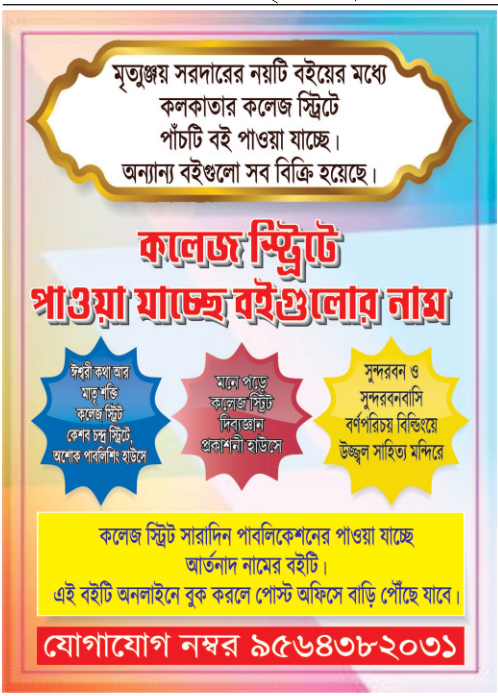

উন্নয়নের লক্ষ্যে হকার উচ্ছেদের সময়সীমা পার হয়ে যাওয়াতে বিষ্ণুপ্রিয়া হল্ট স্টেশনে অভিযান চালালো রেল প্রশাসন

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ, নদিয়া

উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে রেল দীর্ঘদিন থেকেই চালাচ্ছে হকার উচ্ছেদের অভিযান। নবদ্বীপ ধাম স্টেশন ও বিষ্ণুপ্রিয়া হল্ট স্টেশন এলাকায় যে সমস্ত দোকানপাট রয়েছে তাদের উঠে যাওয়ার জন্য রেল দপ্তর থেকে নোটিশ জারি করা হয়েছে। নবদ্বীপ রেল গেট থেকে নবদ্বীপ ধাম স্টেশন পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে যে সমস্ত দোকানপাঠ ছিল তা হকার বন্ধুরা নোটিশ পাওয়ার পরেই দোকানপাঠ সরিয়ে নেয়। রেল দপ্তর থেকে বলা হয়েছিল তাদের সুব্যবস্থা করবে, কিন্তু তারও ব্যবস্থা করা হয় নি। নবদ্বীপ ধাম স্টেশন পুলিশ আগ্রাসান ও রেল প্রশাসনের জুলুমবাজির প্রতিবাদে নবদ্বীপ ধাম স্টেশনের সামনে প্রতিবাদ সভাও আয়োজন করে শহর তৃণমূল শ্রমিক কংগ্রেস, বিভিন্ন রাজনৈতিক তরফ থেকে করা হয় প্রতিবাদ সভা।বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বরা এবং নবদ্বীপ পৌরসভার বিভিন্ন কাউন্সিলর সহ পৌর পতি বিমান কৃষ্ণ সাহা উপস্থিত ছিলেন।

২ রা জুন সোমবার সকাল থেকেই বিষ্ণুপ্রিয়াহল্ট স্টেশনের যে সমস্ত হকার বন্ধুরা ছিলেন তারা তাদের সমস্ত দোকানপাট ভেঙ্গে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সকাল ১০ টা থেকে স্টেশন চত্বরে আরপিএফ সহ রেলের বিভিন্ন প্রশাসনিক ব্যক্তিরা উপস্থিত থেকে বেশ কয়েকটি দোকান উচ্ছেদ করে। হকারদের মধ্যে প্রসেনজিৎ সদ্দার,নান্টু রায়,সুশীল শীল প্রমুখ ব্যক্তিরা বলেন আমাদের বিষ্ণুপ্রিয়ায় বেশ কয়েকবার হকার উচ্ছেদের নোটিশ আসে। ৩০ শে জানুয়ারি ২০২৫ প্রথম আমাদের নোটিশ জারি করে। আমরা চারদিন সময় নিয়েছিলাম চৌঠা ফেব্রুয়ারি আমাদের এই সময়সীমা পার হয়। পাঁচই ফেব্রুয়ারি রেল প্রশাসনের তরফ থেকে উচ্ছেদ শুরু হয় ।আমরা সেদিন প্রতিবাদ করি আরো সময়সীমা নেওয়ার জন্য বা আমাদের সুরাহা করে দেওয়ার জন্য। এই প্রতিবাদ জানাতে ফেব্রুয়ারি মাসেই উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় এক নাম্বার ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বৃন্দাবন মন্ডল, তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের ভানু সাহা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। হকার বন্ধুরা বলেন বিভিন্ন ভাবে রেল দপ্তরকে জানানো সত্বেও আমাদের কোন রকম শুরুহা করেনি। দেশের সরকার গরীবের পেটে এইভাবে লাথি মারছে, রেলের প্রচুর জমি পড়ে রয়েছে অথচ এইখানে আমাদের এইভাবে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। আনুমানিক ৫০টি বিভিন্ন রকমের দোকান এই বিষ্ণুপ্রিয়া হল্ট স্টেশন এলাকা জুড়ে রয়েছে। সরকার কোন কাজকর্ম দিতে পারছে না অথচ গরিবের পেটে এইভাবে লাথি মারছে। তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি ভানু সাহা সাধারণ সম্পাদক সুজিত সরকার এবং পৌরপতি তথা তৃণমূল রানাঘাট সাংগঠনিক জেলা দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক বিমান কৃষ্ণ সাহা বলেন, রেল পুলিশ আগ্রাসান ও রেল প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন এবং বলেন কথায় কথায় নোটিশ জারি করে গরিব হকারদের উচ্ছেদ করছে রেল দপ্তর। তারা আরো বলেন বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের ইন্ধনে নোটিশ জারি করেও তা তুলে নেওয়া হচ্ছে, পুনর্বাসন ছাড়া কোন প্রকার উচ্ছেদ করা চলবে না। " আমরা উন্নয়নের বিপক্ষে নয় কিন্তু হকার উচ্ছেদ করে বছরের পর বছর কোন প্রকার উন্নয়ন না করে হকার উচ্ছেদ করা কখনোই বরদাস্ত করা হবে না "। যদি রেল প্রশাসন কোনরকম এই হকারদের জন্য পুনর্বাসন না করেন তাহলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া হল্ট স্টেশন এলাকায় সিপিএমের হকার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল।

বিষ্ণুপ্রিয়া হল্ট স্টেশন এলাকার হকাররা আরো বলেন আমরা এখন কোথায় কিভাবে দোকান করবো, কিভাবে সংসার চালাবো, রেল কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দেন কিন্তু সেই আশ্বাস সঠিক হবে কিনা সেটাও আমাদের কাছে ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ মানুষ বলছেন দেখা যাক বিষ্ণুপ্রিয়া হল্ট স্টেশন কতটা উন্নয়নের পথে এগিয়ে যায়।

দৈনিক নিত্যযাত্রীরা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তারা বলেন উন্নয়ন হচ্ছে ঠিকই কিন্তু এই হল্ট স্টেশনে কেন এখনো সমস্ত স্টেশনের টিকিট পাওয়া যায় না! সমস্ত স্টেশনের টিকিট যাওয়া এবং আসার দিতে হবে এই স্টেশন থেকে, উন্নয়ন করতে হলে সম্পূর্ণ উন্নয়নের মতো করা উচিত।

দেওয়াল খুঁড়ে বেরল দেহ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

২৫ লক্ষ টাকা সহ ঠিকাদারকে অপহরণ! অপহরণের পর খুন। তারপর প্রমাণ লোপাটে দেহ দেওয়ালে পুঁতে, ওপর দিয়ে প্লাস্টার করে দেওয়া হয়। গোটা ঘটনায় নাম উঠে এসেছে মালদহের হাইস্কুলের এক

শিক্ষক ও স্ত্রীর। পুলিশের টানা জেরায় স্বীকার করে নিয়েছেন শিক্ষকের স্ত্রী। জানা গিয়েছে, তাঁর বাবার বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনে। অবশেষে পুলিশ স্কুল শিক্ষক ও তাঁর স্ত্রীকে দফায় দফায় জেরা শুরু করে। স্ত্রী মৌমিতা হাসানকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জেরা

এরপর ৩ পাতায়

(৩ পাতার পর)

মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারকে ঘিরে কুৎসা বিজেপির

এই ছবিকে ঘিরে কুৎসা। ছবি: সোশাল মিডিয়া

বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে কুৎসা করা লেখক ওই বই লিখেছিলেন বলেও দাবি করেছেন কুণাল ঘোষ। সবশেষে সোশাল মিডিয়ায় কুৎসাকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন তিনি।একইসঙ্গে কুৎসাকারীদের বিরুদ্ধে তিনি আইনি ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন।

সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় একটি সাদা কালো ছবি ভাইরাল হয়। যেখানে এক দম্পতির সঙ্গে এক শিশুকে দেখা যাচ্ছে। শিশুটি হলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দেয়াপাধ্যায়। বাকি দুজনের পরিচয়কে কেন্দ্র করে 'কুৎসা' রটানো হচ্ছিল। সেই কুৎসার জবাবে ফেসবুকে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক লেখেন, 'জেনে রাখুন: ছবিতে পুত্র অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে নিয়ে বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' তাঁর অভিযোগ, এই ছবির অপপ্রয়োগ করে একাংশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জড়িয়ে বিকৃত ইঙ্গিতপূর্ণ কুৎসা প্রচার করছে। আর এদের 'স্পনসর' করছে বিজেপি এবং বিরোধীদের একাংশ।

এরপরই কুৎসাকারীদের এক হাত নিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমোর লড়াইয়ের কাহিনী তুলে ধরেছেন। লিখেছেন, 'শৈশব থেকে পরিবারে তাঁর লড়াকু জীবন, ভাইবোনেদের নিয়ে অভিভাবকের ভূমিকা পালন, রাজনীতিতে কত সংগ্রাম করে এগিয়ে চলা, বাংলা তথা ভারতের মানুষ জানেন, গোটা বিশ্বের বাঙালি, প্রবাসী ভারতীয়রা মমতাদিকে ভালোবাসেন, সম্মান করেন।' ছবির অপব্যবহার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার দাবিও জানিয়েছেন কুণাল।

(৩ পাতার পর)

স্বামী আমার কাছে রাম..,' মোদি প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন স্ত্রী যশোদাবেন

সূত্রের খবর, মোদির সঙ্গে তার স্ত্রীর যোগাযোগ নেই বহুদিন। ২০১৪ সালে নির্বাচনের আগে দেওয়া হলফনামায় মোদী নিজেকে বিবাহিত বলে জানিয়েছিলেন। জানা যায়, খাতাকলমে যশোদা বেন 'মোদির স্ত্রী' হলেও বাস্তবে তাঁর সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আর কোনো যোগাযোগ নেই। বেশ কিছু বছর আগে সংবাদমাধ্যমের সামনে যশোদা প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে বলেছিলেন, 'তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমার কাছে তিনি রাম।''

তৃণমূলের অভিযোগ, সিঁদুর নিয়ে আত্মপ্রচার চালান প্রধানমন্ত্রী। এরপরই আসরে নামেন মমতা।

গতকাল আলিপুরদুয়ারে প্রধানমন্ত্রীর সভা থেকে ওঠে অপারেশন বেঙ্গল এর ডাক। এই নিয়েই রীতিমতো জ্বলে ওঠেন মমতা । মোদিকে আক্রমণ করতে গিয়ে তুললেন তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রশ্ন। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে যে ভাবে মমতা ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন তা নিয়ে পাল্টা গর্জে ওঠে গেরুয়া শিবির।

সাংবাদিক বৈঠক থেকে মমতা বলেন,' প্রত্যেক মহিলার সম্মান আছে। স্বামীর থেকে সিঁদুর গ্রহণ করেন তাঁরা। প্রধানমন্ত্রী এমন ভাবে কথা বলছেন...আপনি সকলের স্বামী নন! সবার আগে নিজের স্ত্রীকে কেন সিঁদুর দিচ্ছেন না?' 'সব রাজনৈতিক দল, বিজেপি বিরোধী শিবিরের প্রতিনিধিরা যখন বিদেশে দেশের হয়ে গলা ফাটাচ্ছেন, সেই সময় নির্বাচনের রাজনীতি করছেন মোদি।'

এদিকে গতকাল আক্রমণ, পাল্টা-আক্রমণের পরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর যিনি স্ত্রী, সেই যশোদাবেন মোদির ছবি। ছবিটি বেশ কয়েক বছরের পুরনো। ছবিতে সৌজন্য বিনিময় করতে দেখা যাচ্ছে দুজনকে।

(২ পাতার পর)

দেওয়াল খুঁড়ে বেরল দেহ

চলছে স্কুল শিক্ষক রহমান নাদাপের। সেখানেই তাঁকে বাড়িতে পুঁতে প্লাস্টার করে দেওয়া হয়েছে। তপন থেকে দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত মহিলাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জেরা চলছে স্বামীকেও। মালদহের পুখুরিয়া থানা এলাকার ঘটনা।

জানা যাচ্ছে, পুখুরিয়া এলাকারই বাসিন্দা সাদ্দাম নাদাপ ভিন রাজ্যে শ্রমিক সরবরাহকারী ঠিকাদার বা লেবার কন্ট্রাক্টর। এছাড়াও তাঁর অন্যান্য ব্যবসাও আছে। তাঁর ঠিকাদারি ও ব্যবসা সংক্রান্ত সব কাজের দেখাশোনা বা ম্যানেজারি করতেন ইংরেজবাজারের কৃষ্ণপল্লির বাপুজি কলোনির বাসিন্দা স্কুল শিক্ষক রহমান নাদাপ এবং তাঁর স্ত্রী মৌমিতা হাসান। বিনিময়ে মাসোয়ারা নিতেন চল্লিশ হাজার টাকা। যদিও রহমান নাদাপ যদুপুর হাইস্কুলের শিক্ষক। শুধু মাসোয়ারাই নয়, মাঝে মাঝেই বড় অঙ্কের টাকা নিত ওই দম্পতি বলে অভিযোগ। এমনকি অভিযোগ, ব্যবসার স্বার্থে দেওয়া প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা পাওনা ছিল ওই দম্পতির কাছে।

প্রথমে ইংরেজবাজার থানায় স্কুল শিক্ষক ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন অপহৃত সাদ্দাম নাদাপের স্ত্রী নাসরিন খাতুন। অভিযোগ, গত ২৩ মে সঙ্গে ২৫ লক্ষ টাকা নিয়ে বের হয়ে আর বাড়ি ফিরে আসেননি সাদ্দাম। ওই দম্পতি তাঁকে অপহরণ করেছেন বলে অভিযোগ ওঠে। এরপরে পুলিশ সুপারের কাছেও অভিযোগ দায়ের করেন অপহৃতার স্ত্রী। শুধু তাই নয়, নিজের স্বামীকে ফিরে পেতে দরবার করেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের কাছে। দরবার করেন তৃণমূল জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সীর কাছেও।

সম্পাদকীয়

পাক-সেনাবাহিনীকে জোর ধাক্কা

বেলুচি বিদ্রোহীদের থেকে জোর ধাক্কা খেল পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। বেলুচিস্তানের স্বাধীনতার দাবিতে পাক-সেনাবাহিনী এবং বেলুচ বিদ্রোহীদের মধ্যে লড়াই অব্যাহত রয়েছে। এবং পাক সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে প্রতিদিনই ছোট ছোট সাফল্য পাচ্ছে বেলুচ বিদ্রোহীরা। তবে এবার বিশাল সাফল্য পেল বেলুচ সেনাগোষ্ঠী।বিস্ফোরণে মুহাম্মদ হাসানি ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং তার সঙ্গী মুহাম্মদ আমিন গুরুতর আহত হন। আইইডি বিস্ফোরণে গাড়িটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। প্রসঙ্গত, বাবুল মুহাম্মদ হাসানি ছিলেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলির একজন গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ট। জিহাদি স্কোয়াড এজেন্ট জাকারিয়া মুহাম্মদ হাসানির সঙ্গে ISI-এর সরাসরি যোগাযোগ ছিল। মুহাম্মদ হাসানি কালাতে একটি সশস্ত্র গ্যাংয়ের নেতৃত্ব দিতেন। যা শহর এবং আশেপাশের এলাকায় সক্রিয় ছিল। মুহাম্মদ হাসানি একটি নির্যাতন কক্ষও তৈরি করেছিলেন। যেখানে বেলুচ যুবকদের জোরপূর্বক বন্দি করা হত এবং নির্যাতন চালানো হত। তার দলটি বিভিন্ন এলাকায় চেকপয়েন্ট স্থাপন করেছিল এবং সশস্ত্র টহল দিয়েছিল। এই ঘটনার পর বিএলএ সতর্ক করে দিয়েছে যে, যারা বালুচদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে তাদের বিএলএর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। অন্যথায় তাঁদেরও পরিণতি মুহাম্মদ হাসানির মতো হবে।যাতে উপযুক্ত শিক্ষা পেয়েছে জানোয়াররূপী পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। জানা গিয়েছে, রবিবার (১ জুন) রাতে, বেলুচিস্তানের বিদ্রোহী গোষ্ঠী বেলুচ লিবারেশন আর্মির (BLA) স্পেশাল ট্যাকটিক্যাল অপারেশনস স্কোয়াড (STOS) কোয়েটায় একটি অভিযানের সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন গুরুত্বপূর্ণ এজেন্টের গাড়ি বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে। যে গাড়িতে ছিলেন ISI শীর্ষ এজেন্ট বাবুল মুহাম্মদ হাসানি। আইইডি বিস্ফোরণে একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে ISI এজেন্টের দেহ। যাতে কিনা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আবারও বড় সাফল্য পেল বেলুচি বিদ্রোহী গোষ্ঠী বেলুচ লিবারেশন আর্মি (BLA)। এই মূহুর্তে ভারতের সঙ্গে চরম উত্তেজনা চলছে পাকিস্তানের।

অন্যদিকে পাকিস্তানের থেকে আলাদা হতে চায় বেলুচিস্তান। একেবারে দুদিক থেকে আক্রমণ করা হয়েছে পাকিস্তানকে। যদিও পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধবিরতি পরিস্থিতি চলছে। তা সত্ত্বেও সীমান্তে বহাল নজরদারি জারি রেখেছে ভারত। যেকোনও সময়ে আবারও ভারতকে আক্রমণ করতে পারে পাকিস্তান বলে জানাচ্ছে বিশেষজ্ঞরা। এর মধ্যে বেলুচিস্তান আর্মির সঙ্গেও কোণঠাসা সম্পর্ক চলছেন পাক সেনাবাহিনীর। মাস কয়েক আগেই পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে ট্রেন হাইজ্যাক করেছিল BLA। যাতে অনেক সাধারণ মানুষ মারা যান। এবার পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা (ISI) একজন শীর্ষস্থানীয় এজেন্টকে হত্যা করল BLA বাহিনী। জানা গিয়েছে, বিএলএ-এর গোয়েন্দা শাখা "জিরাব"-এর দেওয়া গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। গতকাল রাতে কোয়েটার বারুরি রোডের একটি স্টপ এলাকায় বিএলএ যোদ্ধারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এজেন্ট মুহাম্মদ হাসানির গাড়ি লক্ষ্য করে চৌম্বকীয় আইইডি বিস্ফোরণ ঘটায়।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ছেচল্লিশতম পর্ব)

পুজো করাটাও একটা মহৎ কাজ। মা লক্ষীর পুজোতে পুজোর মন্ত্র পরে সুষ্ঠ ভাবে করতে হয় বা করা উচিত। তেমনি সকল প্রকার দেবদেবীর পুজোও আমাদের বিধাতার রীতি নীতি মেনে চলাই হল একমাত্র প্রধান কাজ। আমাদের হিন্দু শাস্ত্র মতে অনেক দেবদেবীর পুজো আমরা করে থাকি। আমরা প্রত্যেক দেবদেবীর পুজো করে থাকি ভগবানের আশীর্বাদ পাবার জন্য। প্রত্যেক ভগবানের অর্থাৎ প্রত্যেক দেবদেবীর আলাদা আলাদা আশীর্বাদের জন্যই আমরা পুজো করে থাকি। তাদের মধ্যে মা লক্ষী হল আমাদের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

বিপদহীন মধু সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ ! খুশি সুন্দরবনের মৌলেরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

শেষ হলো সুন্দরবনের মধু সংগ্রহ অভিযান। প্রতিবছরের ন্যায় এবছরের এপ্রিল মাস থেকে সরকারের উদ্যোগে এবং স্থানীয় প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় শুরু হয়েছিল জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্যে এই মধু সংগ্রহ প্রক্রিয়া। তবে অনন্যা বছরের তুলনায় এবছরের মধু সংগ্রহের সাফল্য ও স্বস্তির সবচেয়ে বড়ো খবর হলো, এবছরে মৌল্যদের কোনরকম দুর্ঘটনা ও অনাকাঙ্খিত ঘটনা ছাড়াই মধু সংগ্রহ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে। যেখানে প্রতিবছর বাঘের হামলা, বুনো প্রাণীর আক্রমণ সহ জলদস্যুদের হাতে প্রাণ যেত মৌলেদের!

তবে, এবারের এই রেকর্ড সাফল্যের পিছনে কারণ হিসাবে উঠে আসছে প্রশাসনের বাড়তি সতর্কতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপরে বেশি করে জোর দেওয়া এবং মধু সংগ্রহে যাওয়ার আগে মৌলেদের নিয়ে নানান সচেতনমূলক কর্মসূচির কথা! বন দপ্তর সূত্রে জানাগিয়েছে, এ বছরে মোট ৫৫টি দলকে মধু সংগ্রহের জন্য পারমিট দেওয়া হয়েছিল।প্রতিটি দলে সদস্য সংখ্যা পাঁচ থেকে সাত জনের মধ্যে। প্রথম পর্যায়ে ১৫ দিনের অনুমতি নিয়ে তাঁরা জঙ্গলে প্রবেশ করে এবং তার পর আবার মে মাস পর্যন্ত চলে এই মধু সংগ্রহের কাজ। মৌলেদের আগেই জানিয়ে

এরপর ৫ পাতায়

সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কৃষ্ণরাম জানালেন কামাখ্যা মন্দিরের দায়িত্ব দিলে তবেই তিনি অসম যাবেন। রাজা নিজে দীক্ষা না নিলেও তার পুত্রদের এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণদের কৃষ্ণরামের কাছে দীক্ষা নিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী ও লেখক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত বাড়ি ভেঙে ফেলার ঘটনা ঘিরে উত্তাল শান্তিনিকেতন। পৌরসভার নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ফের শুরু হয়েছে ভাঙচুরের কাজ। রবিবার সকালে প্রায় ৯টা নাগাদ দেখা যায়, একটি আর্ট অর্ডার ঢুকিয়ে পুরোপুরি ভেঙে ফেলা হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী 'আবাস' নামক বাড়িটি।প্রসঙ্গত, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন শুধু চিত্রশিল্পী নন, একাধারে লেখকও। তাঁর সৃষ্ট 'রাজকাহিনী', 'ক্ষীরের পুতুল', 'নালক', 'ভারত শিল্প', 'শকুন্তলা' প্রভৃতি গ্রন্থ আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা, শিল্পচর্চা, এবং শান্তিনিকেতনের নানা মুহূর্ত ইতিহাস হয়ে আছে অসংখ্য লেখনীতে।অথচ বাড়ির মূল গেটে এখনও বোলপুর পৌরসভার দেওয়া তালা ঝুলছে। প্রশ্ন উঠছে, নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে চালু হল এই ভাঙার কাজ?

এর আগে প্রথম দফায় ভাঙচুর শুরুর সময় বোলপুর পৌরসভা হস্তক্ষেপ করে গেটে তালা মেরে কাজ বন্ধ করে দেয়। কিন্তু এবার সেই নির্দেশিকা কার্যত অগ্রাহ্য করেই গুঁড়িয়ে দেওয়া হল বাড়িটি। বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে বোলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান পর্ণা ঘোষ ফোন

ধরেননি।

এই বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শান্তিনিকেতনের ইতিহাস, আবেগ ও শিল্পচর্চার দীর্ঘ পরম্পরা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইপো, এবং বিশ্বভারতীর দ্বিতীয় আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে অলকেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে এই বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন। বহু সময় ধরে এই বাড়িতে থেকেছেন অবনীন্দ্রনাথ নিজেও। তাঁর স্মরণেই এলাকার নাম রাখা হয়েছিল 'অবনপল্লী'।

শান্তিনিকেতনের বহু অধ্যাপক, আশ্রমিক ও স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, "একজন জাতীয় স্তরের শিল্পীর স্মৃতি রক্ষায় যদি প্রশাসন ব্যর্থ হয়, তাহলে শান্তিনিকেতনের ভবিষ্যৎ কোথায়?" জানা গিয়েছে, ঐতিহ্যবাহী এই বাড়ির জায়গায় ভবিষ্যতে বহুতল নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। ফলে আশঙ্কা, কবির আদর্শে গড়ে ওঠা শান্তিনিকেতন কি তবে ঠিকাদার ও জমি হাঙরদের কবলে পড়তে চলেছে?

এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দিয়ে শুধুই একখণ্ড স্থাপত্য নয়, মুছে যাচ্ছে ইতিহাস, মুছে যাচ্ছে আবেগ-এই ভাবনায় শোকস্তব্ধ শান্তিনিকেতন। প্রশাসনিক নীরবতা এবং তৎপরতার অভাবে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐতিহ্যবাহী স্মৃতি আজ শুধুই অতীত।

(৪ পাতার পর)

বিপদহীন মধু সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ ! খুশি সুন্দরবনের মৌলেরা

দেওয়া হয়েছিল জঙ্গলের কোন কোন অংশে তাঁরা যেতে পারবে এবং কোন অংশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। জঙ্গলে যাতে কোনও সমস্যা না হয় তার জন্য বন দপ্তরের পেট্রোলিং ও চলে এই দুই মাস নিয়মিত। নিরাপত্তার পাশাপাশি মৌলেদের জন্য ইনসিওরেন্স-এর ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। কেউ আহত হলে ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং কারও মৃত্যু হলে পরিবার পাবে ৫ লক্ষ টাকা। এছাড়াও মৌলেদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল মুখোশ, গ্লাভস সহ প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র। প্রতিটি দলের কাছে ছিল একটি করে রেডিও- যার মাধ্যমে তাঁরা আবহাওয়া এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের আপডেটও পেয়ে যেত! সেই সঙ্গে মধুর দামও এবারে বাড়ানো হয়েছে। গতবারের তুলনায় কেজি প্রতি ৫ টাকা করে দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে। বন দপ্তর মনে করছে এতে মৌলেরা কিছুটা হলেও আর্থিকভাবে উপকৃত হবেন। এ বারের লক্ষ্য ছিল ১০ টন মধু সংগ্রহের! তবে এখনো পর্যন্ত যা জানা যাচ্ছে তাতে নাকি সেই লক্ষ্য প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছে মৌলেরা! সেই সঙ্গে এবারে শুধু স্থানীয় বাজারে মধু চাহিদা সীমাবদ্ধ না থেকে দেশের বিভিন্ন রাজ্যেও এর চাহিদা রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে! ফলে এই সংগ্রহের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বহু মানুষের জীবিকা, আর্থিক স্বনির্ভরতা ও গ্রামীণ অর্থনীতি কে চাঙ্গা করবে বলে মনে করা হচ্ছে। সরকারও এই মধু সংগ্রহ প্রক্রিয়াকে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই করে তোলার লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করছে বলেও জানা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে এবছরের শান্তিপূর্ণ ও সফল মধু সংগ্রহ অভিযান সুন্দরবনের জীবনযাত্রায় এক ইতিবাচক বার্তা বয়ে আনছে!

আর এই সাফল্যের কারিগর স্থানীয় মৌলেরা জানিয়েছেন,'এবছর বেশ ভালো পরিমাণ মধু সংগ্রহ করতে পেরেছেন তাঁরা। যদিও কিছু এলাকায় ফুল কম থাকায় মধুর উৎপাদন তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম থাকা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হওয়ায় খুশি সকলেই। সেই সঙ্গে তাঁরা বনদপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসনকে এই মধু সংগ্রহে সাহায্য করবার জন্য

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

কলকাতায় কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক বিজ্ঞান ল্যাবরেটরির (সিএফএসএল) নতুন ভবনের উদ্বোধন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের

নতুন দিল্লি, ১ জুন ২০২৫

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ আজ পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি (সিএফএসএল)-এর নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন। তাঁর ভাষণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত সরকার সুরক্ষিত, স্বচ্ছ এবং তথ্যপ্রমাণ-ভিত্তিক ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। তিনি জানান, ৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে এই ভবন নির্মাণের ফলে পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ড, বিহার, ওড়িশা, আসাম, সিকিম এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা উপকৃত হবে। তিনি বলেন, দেশজুড়ে ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি (এফএসএল) নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে মোদী সরকার কাজ করে চলেছে। এই লক্ষ্যে ৩-৪টি রাজ্যকে নিয়ে ক্লাস্টার তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই সব ক্লাস্টারের মাধ্যমে আগামী বছরের জানুয়ারি মাস থেকে ফরেন্সিক বিজ্ঞানকে থানা স্তর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে, যাতে থানাগুলির তদন্তকারী আধিকারিকরাও এর গুরুত্ব বুঝতে পারেন। শ্রী শাহ বলেন, এটি একমাত্র তখনই সম্ভব হবে, যখন থানা, পাবলিক প্রসিকিউটর এবং আদালতগুলি এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে একে গ্রহণ করবে এবং তাদের কাজকর্মে একে অগ্রাধিকার দেবে।

শ্রী অমিত শাহ বলেন, ২১ শতকে অপরাধের ধরন দ্রুত বদলে যাচ্ছে। তাই আমরা যদি বিজ্ঞানকে কাজে না লাগায় এবং আইন সম্পর্কে আমাদের যদি সুস্পষ্ট ধারণা না থাকে, তবে আমরা অপরাধীদের দমন করতে পারব না। বিভিন্ন আর্থিক কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রেও ফরেন্সিক অডিটকে কাজে লাগানো হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, দেশবাসীর সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় সংসদে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে সরকার ব্রিটিশ আমলের ১৬০ বছরের পুরনো আইনের বিলুপ্তি ঘটিয়ে নতুন ভারতের জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করেছে। মানুষকে ন্যায় বিচার পাইয়ে দিতেই সরকারের এই পদক্ষেপ বলে মন্তব্য করেন তিনি।

২০২৫ - এ এশিয়ান অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপ - এ অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য ভারতীয় দলকে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ০২ জুন, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৫ এশিয়ান অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী এক্স বার্তায় বলেছেন, "দক্ষিণ কোরিয়ায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ২০২৫ এশিয়ান অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে আমাদের দলের অসাধারণ সাফল্যের জন্য ভারত গর্বিত। পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে প্রত্যেক ক্রীড়াবিদের কঠোর পরিশ্রম ও সংকল্প স্পষ্টতই প্রত্যক্ষ করা গেছে। ক্রীড়াবিদদের ভবিষ্যৎ প্রয়াসের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা"।

বাংলাদেশে টাকা থেকেও সরতে হলো শেখ মুজিবকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

শেখ হাসিনার পতনের পরে মুজিবর রহমানের সমস্ত অস্তিত্ব মুছে দিতে তৎপর ইউনুস সরকার। এবার টাকা(নোট) থেকেও সরে যাচ্ছে মুজিব। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর পৌত্রিক ভিটেমাটি। বঙ্গবন্ধুকে পাঠক্রম থেকে মুছে ফেলেও শান্তি হয়নি, এবার বাংলাদেশের মুদ্রা থেকেও তাঁকে সরিয়ে ফেলল ইউনূস সরকার। জুন বাংলাদেশে নতুন ব্যাঙ্ক নোট প্রকাশিত হয়। টাকা থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ছবি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার বদলে এসেছে ধর্মীয় স্থান, বিভিন্ন ল্যান্ডমার্ক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ছবি। বাংলাদেশের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক এই নতুন নোট প্রকাশের পরই অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, দেশের মুদ্রায় বদল আনার মতো বড় পদক্ষেপ একমাত্র নির্বাচিত সরকার করতে পারে। মহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশে বর্তমানে অন্তর্বর্তী সরকার রয়েছে। তারা কীভাবে মুদ্রার ছবি বদলে ফেলতে পারে? এতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের সমস্ত মুদ্রায় শেখ মুজিবর রহমানের ছবি থাকত। ১৯৭১-র মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও বঙ্গবন্ধুর আত্মত্যাগ ভুলেই বাংলাদেশে এখন নতুন রাজে নতুন নিয়ম।

বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান নোট বদল প্রসঙ্গে বলেন, "নতুন সিরিজ ও ডিজাইনের অধীনে এবার থেকে আর কোনও ব্যক্তির ছবি থাকবে না, বরং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও ঐতিহ্যবাহী স্থানের ছবি থাকবে।" বাংলাদেশের নতুন নোটে যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মস্থানের ছবি রয়েছে, তেমনই প্রয়াত চিত্রশিল্পী জাইনুল আবেদিনের আঁকা ব্রিটিশ শাসনকালে বাংলার ছবি তুলে ধরা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ছবি সরালেও শহিদ বেদির ছবিকে স্থান দেওয়া হয়েছে নতুন নোটে। মোট নয়টি নোট তৈরি করা হয়েছে। রবিবার তিনটি নতুন নোট প্রকাশ করা হয়। ধাপে ধাপে বাকি নোটগুলিও বাংলাদেশের বাজারে আনা হবে।

সিনেমার খবর

অক্ষয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য? টুইটে মুখ খুললেন পরেশ রাওয়াল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা অক্ষয় কুমার ও পরেশ রাওয়ালের মধ্যকার দূরত্ব নিয়ে সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় জোর আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে। 'হেরা ফেরি থ্রি' সিনেমার কিছু অংশের শুটিং শেষ হওয়ার পর হঠাৎ করেই সিনেমাটি থেকে সরে দাঁড়ান পরেশ রাওয়াল।

এরপর থেকেই গুঞ্জন—অভিনেতা ও প্রযোজক অক্ষয় কুমার এতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এমনকি পরেশের বিরুদ্ধে ২৫ কোটি টাকার মামলাও দায়ের করেছে অক্ষয়ের প্রযোজনা সংস্থা।

প্রযোজক সংস্থার অভিযোগ, পরেশ রাওয়াল ইতোমধ্যেই ছবির জন্য ১১ লাখ টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছেন। এই টানাপোড়েনের মাঝেই এবার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন পরেশ রাওয়াল।

সম্প্রতি এক টুইটে পরেশ লেখেন, 'আমার আইনজীবী অমিত নায়েক বৈধভাবে সিনেমা থেকে সরে দাঁড়ানোর বিষয়টি নিয়ে উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন। আশা করি, সংশ্লিষ্ট পক্ষ সেই উত্তর পড়ে সমাধানের পথে এগোবে।'

পরেশ রাওয়ালের টুইটের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে, তিনি আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সিনেমা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন এবং ব্যক্তিগত কারণেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তবে, তিনি জানিয়েছেন—টিমের কোনো সদস্যের সঙ্গে তার মনোমালিন্য নেই।

'হেরা ফেরি থ্রি'-এর শুটিং শুরু হয়েছিল চলতি বছরের এপ্রিল মাসে। পুরোনো তিন মুখ—অক্ষয় কুমার, সুনীল শেঠি ও পরেশ রাওয়ালকে নিয়ে ছবির শুটিংয়ে ফের আগ্রহ তৈরি হয়েছিল ভক্তদের মাঝে।

ছবিটি পরিচালনা করছেন প্রিয়দর্শন এবং প্রযোজনা করছেন অক্ষয় কুমার নিজেই, সাজিদ নাদিয়াদওয়ালার কাছ থেকে স্বত্ব কিনে নিয়ে।

এই বিপাশা সেই বিপাশা, চেনা যায়?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

মাতৃত্বের পর শারীরিক পরিবর্তন খুব সাধারণ একটি বিষয়। বলিউডের অনেক তারকার মতোই এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন অভিনেত্রী বিপাশা বসু। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে তার একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে, যা ঘিরে শুরু হয়েছে নানা আলোচনা ও কটাক্ষ।

সন্তান জন্মের পর বিপাশার ওজন কিছুটা বাড়লেও, অনুরাগীরা জানান তিনি সেই ওজন ঝরিয়েছেন। কয়েকদিন আগেই ক্যাট আই সানগ্লাস পরে তুলে শেয়ার করা কয়েকটি ছবিতেও ছিলেন বেশ স্টাইলিশ।

তবু সম্প্রতি মেকআপ ছাড়াই রাস্তায় বের হলে ফটোসাংবাদিকদের ক্যামেরায় ধরা পড়া একটি ছবি নিয়ে নেটদুনিয়ায় তৈরি হয় বিতর্ক। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, 'চেনা যাচ্ছে না তাকে', আবার কেউ লিখেছেন, 'ওজন বেড়ে গেছে খুব'। তবে এদের মধ্যে অনেকেই বিপাশার পাশে দাঁড়িয়েছেন।

একজন নেটিজেন লিখেছেন, 'যখন প্রয়োজন ছিল, তখন নিজেকে সে অনুযায়ী উপস্থাপন করেছেন। এখন তিনি মাতৃত্বকে গুরুত্ব দিচ্ছেন, যা সম্মানের যোগ্য।' আরেকজন লিখেছেন, 'সারোগেসি নয়, তিনি নিজেই সন্তান জন্ম দিয়েছেন। তার মধ্যে মাতৃত্বের মাধুর্য স্পষ্ট।'

বিপাশাকে নিয়ে যারা কটাক্ষ করছেন, তাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী অপরাজিতা আঢ্য। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'কিছু মানুষ আছেন, যারা শুধু খারাপ মন্তব্য করতেই আনন্দ পান। তাদের পাত্তা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।'

তিনি আরও বলেন, 'এই নিম্ন রুচির জন্যই আমি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করি না। এই নোংরামিতে গুরুত্ব দিতে আমার রুচিতে বাঁধে।'

লাল গালিচায় নজর কাড়লেন আলিয়া ভাট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বিদেশের মাটিতে বিদেশি পোশাকেই আসর মাত করলেন বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। তার পেলব গোলাপিরঙা করসেট গাউনে যেন উষ্ণতার আলিঙ্গন; লক্ষ গোলাপ পাপড়ি মেলেছে। সঙ্গে মানানসই রূপটান। এলিয়ে পড়া চুলে কলকা খোঁপা, ছিমছাম গয়না। আর এতেই লাল গালিচায় মুগ্ধতা ছড়ালেন নায়িকা।

আলিয়া এদিন নিজেকে সাজিয়েছিলেন ডিজাইনার জ্যানিয়েল রোজবেরির তৈরি স্ট্রাপলেস গাউনে। পাতলা, নরম কাপড়ের ওপরে সিকুইনের সূক্ষ্ম কাজ এই পোশাককে মহার্ঘ্য করেছে।

আলিয়া নিজেও হাল্কা প্যাস্টেল রঙের পোশাকে নিজেকে সাজাতে ভালবাসেন। তেমনই রঙের ছোঁয়া এই পোশাকেও। পোশাকের নিচের অংশ ফুলের পাপড়ির মতোই অজস্র খাঁজ বিশিষ্ট।

হালকা গোলাপিরঙা গাউনে সেজে এদিন বলিউড অভিনেত্রী যাত্রা শুরু করেন হোটেল মার্টিনেজ থেকে। প্রথম বার পা রেখেই প্রশংসা কুড়িয়েছেন তিনি। তার সাজ, ব্যক্তিত্ব, আন্তরিকতা, রূপের জৌলুসে মুগ্ধ ফ্রান্স।

গার্ড অব অনারে মদ্রিচ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে শনিবার রাতে রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে ম্যাচটি হয়ে উঠল অতীত ও ভবিষ্যতের এক অসাধারণ মিলনমেলা—বিদায় জানানো হলো দুই কিংবদন্তিকে, আর মঞ্চ দখলে নিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে।

রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে প্রথম মৌসুমে শুরুর দিকে কিছুটা গতি হারালেও শেষদিকে দুর্দান্ত ছন্দে ফিরেছেন এমবাপ্পে। সোসিয়েদার বিপক্ষে ম্যাচে জোড়া গোল করে তিনি মৌসুম শেষ করলেন ৩১ গোল নিয়ে।

প্রথম গোলটি আসে ৩৮তম মিনিটে—নিজের নেওয়া পেনাল্টি প্রথমে ঠেকিয়ে দিলেও ফিরতি শটে বল জালে জড়ান এই ফরাসি ফরোয়ার্ড। দ্বিতীয় গোলটি করেন ম্যাচের ৮৩তম মিনিটে, বাঁ পায়ের নিখুঁত শটে।

তবে এই ম্যাচের মূল আবহ ছিল বিদায়ী আবেগ। ক্লাবের প্রধান কোচ কার্লো আনচেলত্তি ও অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার লুকা মদ্রিচ—দুজনই এই ম্যাচের মধ্য দিয়েই বললেন বিদায়।

ইতালিয়ান কোচ আনচেলত্তি ২৬ মে থেকে দায়িত্ব নিচ্ছেন ব্রাজিল জাতীয় দলের। রিয়ালে দুটি মেয়াদে তিনি জিতেছেন ১৫টি ট্রফি, যার মধ্যে রয়েছে লা লিগা ও চ্যাম্পিয়নস লিগ। ম্যাচ শুরুর আগে স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে উন্মোচিত হয় একটি বিশেষ ব্যানার।

অন্যদিকে, ৩৯ বছর বয়সী ক্রোয়াট মিডফিল্ডার মদ্রিচ এই গ্রীষ্মে ক্লাব বিশ্বকাপের পর রিয়াল ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন। ২০১২ সালে টটেনহ্যাম হটস্পার থেকে যোগ দেওয়া মদ্রিচ ক্লাবটির হয়ে খেলেছেন এক যুগেরও বেশি সময়, জিতেছেন ২৮টি ট্রফি—এর মধ্যে ছয়টি চ্যাম্পিয়নস লিগ এবং চারটি লা লিগা।

ম্যাচের শেষ দিকে বদলি হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সতীর্থ ও প্রতিপক্ষের দেওয়া 'গার্ড অব অনার'-এর মাঝে হাঁটেন মোদ্রিচ। দর্শকদের করতালি, সতীর্থদের আলিঙ্গন আর পরিবারের শুভেচ্ছায় বিদায়ী মুহূর্তটি হয়ে ওঠে হৃদয়ছোঁয়া।

টেস্ট দলে কেন জায়গা পেলেন না শামি?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভারতের ইংল্যান্ড সফরের দলে জায়গা হয়নি মোহাম্মদ শামির। এই পেসারকে অস্ট্রেলিয়া সফরেও দলে রাখা হয়নি। তবে কি টেস্ট ক্রিকেটে অনিয়মিত হয়ে গেলেন শামি? প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকার যদিও বলছেন, শামি এখনও পুরোপুরি ফিট নন। আর এ জন্যই দলে রাখা হয়নি তাকে।

২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলেছিলেন শামি। তার পর থেকেই চোটের কারণে ভারতীয় দলের বাইরে ছিলেন। প্রত্যাবর্তন হয় এই বছরের শুরুতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে। তার আগে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছিলেন।

ঘরোয়াতে খেলার সময়ই গুঞ্জন ছিল, শামি টেস্ট খেলতে খুব একটা আগ্রহী নন। তার শরীর পাঁচ দিনের ধকল নেওয়ার জন্য এখনও তৈরি নয়। কোমর এবং হাঁটুর চোট কাটিয়ে ফিরলেও টানা সাত-আট ওভার বল করতে সমস্যা হচ্ছে তার। তাই আইপিএল খেললেও টেস্টের জন্য এখনও তৈরি নন শামি।

ইংল্যান্ড সফরের দল ঘোষণার পর আগরকার বলেন, 'শামি পুরোপুরি ফিট নয়। আমরা ভেবেছিলাম ওকে পাব, কিন্তু সেটা হচ্ছে না। দুর্দান্ত ক্রিকেটার সে। শামি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক এই কামনা করি।'

প্রয়োজনে ইংল্যান্ড সফরের মাঝে তাকে পাঠানো হতে পারে। যদিও এমনটা শোনা গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া সফরের সময়ও। এমনকি বলা হয়েছিল তৃতীয় টেস্টের পর শামি খেলবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি অস্ট্রেলিয়া যাননি।

আনচেলোত্তির ব্রাজিল দলে থাকছেন না রদ্রিগো?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

রিয়াল মাদ্রিদকে আবেগঘন বিদায় জানানোর পর ব্রাজিল জাতীয় দলের কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিতে চলেছেন কার্লো আনচেলোত্তি। গতরাতে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে শেষ ম্যাচে ডাগআউট সামলানোর পরপরই নতুন দায়িত্বের প্রস্তুতি শুরু করেছেন ইতালিয়ান এই কোচ।

আগামী আন্তর্জাতিক বিরতিতে ইকুয়েডরের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ব্রাজিল জাতীয় দলের দায়িত্বে অভিষেক হতে যাচ্ছে আনচেলোত্তির। তবে প্রথম স্কোয়াড থেকেই চমক দিতে চলেছেন তিনি। তার অধীনে রিয়াল মাদ্রিদের পরিচিত মুখ ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, এনদ্রিক, এদের মিলিতাওদের দেখা গেলেও দলে থাকছেন না রদ্রিগো গোয়েস।

এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন সাংবাদিক তাতি মন্তোভানি (মাদ্রিদ এক্সট্রা), তিনি জানিয়েছেন আনচেলোত্তির পরিকল্পনায় আপাতত রদ্রিগো নেই।

রদ্রিগোকে স্কোয়াডে না রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে। চলতি

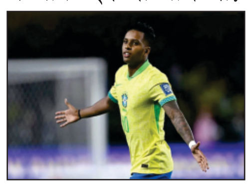

মৌসুমে নিজের স্বাভাবিক ফর্মে ছিলেন না রদ্রিগো এবং শেষ দিকে আনচেলোত্তির ফর্মেশন পরিবর্তনের কারণে মূল একাদশ থেকেও বাদ পড়েন তিনি।

এর ফলে মানসিক ক্লান্তি ও আত্মবিশ্বাসে ভাটা দেখা দেয় তার মধ্যে। আর সেই কারণেই ব্রাজিল জাতীয় দলে জুনের আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলোতে তাকে না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আনচেলোত্তি।

জানা গেছে, দীর্ঘদিন রিয়াল মাদ্রিদে একসঙ্গে কাজ করলেও আনচেলোত্তি এই মুহূর্তে রদ্রিগোর বিশ্রামকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন। যাতে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে পারেন এবং নতুন মৌসুমের আগে নিজেকে নতুনভাবে প্রস্তুত করতে পারেন রদ্রিগো।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR